



82609 - জুমার দিন দোয়া কবুলের সময় নির্ধারণ

প্রশ্ন

আমি শুনছি যে, জুমার দিন খোতবার দোয়া কবুলযোগ্য। কনেনা দোয়া কবুলের নির্দিষ্ট একটি সময় আছে। হতে পারে এই দোয়াটি সবে সময়ের মধ্যে পড়ে যাবে...। কিন্তু নরিব থেকে খতীবের খোতবা শূনা ও মনোযোগ দোয়াও আমাদের উপর ওয়াজবি। তাই আমরা কভাবে এটি করতে পারি? আশা করি জিবাব দবিনে। আল্লাহ আপনাদেরকে সামর্থ্য দিন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সহহি সুন্নাহ প্রমাণ করছে যে, জুমার দিনে দোয়া কবুল হওয়ার একটি সময় রয়েছে। এই সময়টিতে কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ তাকে সবে কল্যাণ দিয়ে থাকেন। যমেনটি বুখারী (৫২৯৫) ও মুসলিমি (৮৫২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন, আবুল কাসমে (কাসমের পতি) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন যে, “জুমার দিন এমন একটি সময় রয়েছে কোন মুসলিম বান্দা যদি নামাযে (অর্থাৎ নামাযের অপেক্ষায়) থাকে এবং আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ চায় তাহলে আল্লাহ তাকে তা দিয়ে থাকেন।”

এই সময়টি কখন তা নির্ধারণ করা নিয়ে বহু অভিমত রয়েছে। সর্বাধিক সঠিক অভিমত হচ্ছে দুটি। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন: এ অভিমতগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অগ্রগণ্য অভিমত দুটি; সর্বস্বত হাদিসগুলোতে যে অভিমতদ্বয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ দুটো অভিমতের মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে অগ্রগণ্য:

১। এ সময়টি হচ্ছে— ইমাম মম্বিরে বসা থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। এ অভিমতের দলিল হল যা ইমাম মুসলিমি (রহঃ) তার সহহি গ্রন্থে (৮৫৩) আবু বুরদা বনি আবু মুসা আল-আশআরি (রাঃ) থেকে সংকলন করছেন যে, “তিনি বলেন: আমাদের আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) বললেন: আপনি কি আপনার পতিকেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জুমার দিনের সময়টির ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করতে শুনছেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ। আমি তাঁকে বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন: এ সময়টি ইমাম (মম্বিরে) বসা থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।”



ইমাম তরিমযি (৪৯০) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (১১৩৮) তাঁদরে গ্রন্থে কাছরি বনি আব্দুল্লাহ্ বনি আমর বনি আওফ আল-মুযানরি হাদিস সংকলন করছেন; তিনি তাঁর পতি থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: “নিশ্চয় জুমার দিন এমন একটি সময় আছে যে সময়টিতে কোন বান্দা আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাইলে আল্লাহ্ তাকে সটে দিন করনে। তারা (সাহাবীরা) বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সটে কোন সময়? তিনি বললেন: নামায দাঁড়ানো থেকে শুরু করে নামায শেষে হওয়া পর্যন্ত।” [শাইখ আলবানী বলছেন: হাদিসটি ‘যায়ীফ জাদিদান’ তথা খুবই দুর্বল]

২। এ সময়টি আসরের পর। উভয় অভিমতের মধ্যে এটি সর্বাধিক প্রাধান্যযোগ্য। এটি আব্দুল্লাহ্ বনি সালাম (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তি এবং ইমাম আহমাদসহ অনেকে অভিমত।

এ অভিমতের দলিল হল যে হাদিস ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (৭৬৩১) আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নিশ্চয় জুমার দিন এমন একটি সময় আছে যে সময়টিতে কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তাকে সটে দিন করনে। সে সময়টি হল আসরের পর।” [মুসনাদ গ্রন্থের তাহকীক বলা হয়েছে: অন্যান্য সমার্থক হাদিসগুলোর ভিত্তিতে এটি সহিহ হাদিস; তবে এ সনদটি দুর্বল]

এবং ইমাম আবু দাউদ (১০৪৮) ও ইমাম নাসাঈ (১৩৮৯) তাঁদরে গ্রন্থে জাবরে বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস সংকলন করছেন যে, তিনি বলেন: “জুমার দিনে ১২টি ঘন্টা রয়েছে। (এর মধ্যে এমন একটি ঘন্টা রয়েছে) যে সময় কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাইলে আল্লাহ্ তাকে সটে দিন করাই থাকেন। অতএব, তোমরা আসরের (নামাযের) পর শেষে সময়ে সটেরি সন্ধান কর।” [আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

সাঈদ বনি মানসুর তাঁর সুনান গ্রন্থে আবু সালামা বনি আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করনে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোক সমবতে হয়ে তারা জুমার দিনের সময়টি নিয়ে আলোচনা করনে। এ সময়টা যে, জুমার দিনের শেষে সময় এ ব্যাপারে তাদের কোন মতভেদে নই— এই মর্মে তারা সমাবেশে শেষ করেন। [হাফযে ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে (২/৪৮৯) বর্ণনাটির সনদকে ‘সহিহ’ বলছেন]

সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে (১১৩৯) আব্দুল্লাহ্ বনি সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপবষ্টি ছিলেন আর তখন আমি বললাম: আমরা আল্লাহর কতিবতে (তোওরাত) পাই যে, জুমার দিনে এমন একটি ঘন্টা রয়েছে যে সময়টিতে কোন মুমিন বান্দা নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ্ তার দোয়া কবুল করনে। আব্দুল্লাহ্ (বনি সালাম) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে ইশারা করলেন যে, ‘কথা এক ঘন্টার কিছু অংশ রয়েছে’। আমি বললাম: আপনি সত্য বলছেন, ‘কথা এক ঘন্টার কিছু অংশ রয়েছে’। আমি বললাম: সে সময়টি কোনটি? তিনি বললেন: সটে দিবসের শেষে সময়। আমি বললাম: এটা কি নামাযের সময় নয়?! তিনি বললেন:



অবশ্যই। নশ্চয় কোন মুমনি বান্দা যদি নামায পড়ে বসে থাকে; নামায ছাড়া অন্য কিছু যদি তাকে বসিয়ে না রাখতে তাহলে সে তাকে নামাযেই রয়ছে।”[আলবানী হাদিসটিকে সহি বলছেন]

সুনানে আবু দাউদ (১০৪৬), সুনানে তরিমযি (৪৯১) ও সুনানে নাসাঈ (১৪৩০)-তে আবু সালামা বনি আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত; তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “সবচেয়ে উত্তম যে দিনে সূর্যোদয় হয়েছে সেটি হচ্ছে— জুমার দিন। এই দিনে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে তাকে দুনিয়াতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। এই দিনে তার তওবা কবুল করা হয়েছে। এই দিনে তিনি মারা গছেন। এই দিনে কয়ামত সংঘটিত হবে। জুমার দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বনি ও ইনসান ব্যতীত প্রত্যেক প্রাণী কয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে কান খাড়া করে রাখে। এই দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে সময়টিতে কোন মুসলিম বান্দা নামাযের অবস্থায় আল্লাহর কাছে কোন প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে সেটা প্রদান করেন। কাব বললেন: এটি প্রত্যেক বছরে একদিন। আমি বললাম: বরং প্রতি জুমার দিন। তিনি বলেন, তখন কাব তাওরাত পড়ে বলল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন: এরপর আমি আব্দুল্লাহ বনি সালামের সাথে দেখা করলাম এবং কাবের সাথে আমার বঠেকরে বিষয়টি তাকে জানলাম। তখন আব্দুল্লাহ বনি সালাম (রাঃ) বললেন: সে সময়টি কোনটি আমি তা জানতে পেরেছি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন: আমি তাকে বললাম, আমাকে সেটা জানান। তখন আব্দুল্লাহ বনি সালাম (রাঃ) বললেন: সেটি জুমার দিনের শেষে সময়। আমি বললাম: এটি জুমার দিনের শেষে সময় কভিবে হয়; অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন যে, সে সময়টিতে কোন মুসলিম বান্দা নামাযের অবস্থায় থাকে; কিন্তু ঐ সময় তাকে কোন নামায পড়া যায় না। তখন আব্দুল্লাহ বনি সালাম (রাঃ) বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবি বলেননি যে, যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসে আছে সে নামাযেই আছে; যতক্ষণ না নামায আদায় সমাপ্ত করে। তিনি বলেন, আমি বললাম: অবশ্যই। তখন তিনি বললেন: এখানে সেটাই উদ্দেশ্য।”[তরিমযি বলেন: এটি হাসান-সহি হাদিস। সহি বুখারী ও সহি মুসলিম হাদিসটির অংশ বিশেষে রয়েছে। আলবানী হাদিসটিকে সহি বলছেন][যাদুল মাআদ গ্রন্থ (১/৩৭৬) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

ইমাম মিম্বরে বসা থেকে নামায সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ সময়টি হওয়ার যে অভিমত রয়েছে সেটোর ভিত্তিতেও এর অর্থ এ নয় যে, মুসল্লি খোতবা শুন্য বাদ দিয়ে দোয়া করায় মশগুল হবেন। বরং তিনি খোতবা শুনবেন এবং ইমাম দোয়া করাকালে আমীন বললেন এবং নামাযের মধ্য, নামাযের সজোদাতে ও সালাম ফরানোর আগে দোয়া করবেন।

এর মাধ্যমে তিনি এ মহান সময়টিতে দোয়ার আমল করতে পারলেন। আর এর সাথে যদি আসরের পর দিনের শেষে সময়ও দোয়া করেন তাহলে সেটাই উত্তম ও ভাল।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।